Islami Ain O Bichar
Vol. 13, Issue 50
April – June, 2017

উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা রা. ও তাঁর ফিকহী অভিমত : একটি পর্যালোচনা

Ummul Muminin Ummu Salama R. and Her Juristic Opinions: An Analysis

Muhammad Abdul Mannan*

ABSTRACT

From among the wives of the prophet pbuh Ummu Salamah R was also renowned as Aisha for her intellectual contributionl. In terms of recording prophetic biography and Sunnatic knowledge, she was just next to Aishah R. Being widow with her three children Ummu Salama had been married to the messenger of Allah when she was 29. For her intellectual and political wisdom, Ummu Salama had secured an important place from among the other wives of the prophet pbuh and was the last to pass away. She was very meritorious and meticulous and narrated 378 hadiths from Muhammad pbuh. In addition, she had exposed jurisprudential expertise in fiqh (juridical issues). This article endeavours to discuss her fiqh teaching method and mention her juridical opinions as she had viewed in different legal problems. By employing descriptive method, thus this article aims to demonstrate how she looked into juridical issue related hadiths and extracted legal opinions therefrom and thereby manifest the deeper intellectualism of Ummu Salama R in fiqh rulings especially that of woman studies.

Keywords: ummu salama; fiqh; hadith; ummul muminin; fatwa.

সারসংক্ষেপ

উম্মু সালামা রা. রাসূল স.-এর স্ত্রীদের মধ্যে প্রখর মেধা দিয়ে সীরাত ও হাদীস চর্চায় আয়েশা রা.-এর পরই অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ স্থানে স্থলাভিষিক্ত। তিনি বিধবা অবস্থায় ২৯ বছর বয়সে ৩ সন্তানসহ রাসূল স.-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দ্বারা রাসূল স.-এর অন্যান্য সহধর্মিনীদের মধ্যে উন্নত মর্যাদার অধিকারিণী হন এবং তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তিনি প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারিণী ছিলেন এবং রাসূল স. থেকে ৩৭৮টি হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীস বর্ণনার পাশাপাশি তিনি ফিক্হশাস্ত্রেও বুৎপত্তি অর্জন করেন। অত্র প্রবন্ধে তাঁর ফিকহ শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রদানের পদ্ধতি এবং বিভিন্ন মাসআলায় তাঁর ফিকহী অভিমত আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে রচিত এ প্রবন্ধে তাঁর থেকে বর্ণিত ফিকহী বিধান সম্বলিত হাদীসসমূহের উল্লেখ ও তাঁর নিজস্ব অভিমত তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটি থেকে ফিকহী বিধানের ব্যাপারে উম্মু সালামা রা.-এর গভীর পাণ্ডিত্য বিশেষত মহিলা ফিকহে তাঁর অবস্থান ফুটে ওঠেছে।

মূলশব্দ: উম্মে সালামা রা.; ফিক্হ, হাদীস; উম্মুল মুমিনীন; ফাত্ওয়াহ।

* Muhammad Abdul Mannan is an Assistant Professor of General Education Department, Bangladesh Islami University, Dhaka, email: dmambiu@gmail.com

উম্মে সালামা রা.-এর জীবন পরিক্রমা

উম্মু সালামা রা.-এর আসল নাম হিন্দ। তাঁর কুনিয়াত (উপনাম) 'উম্মু সালামা'। এ উপনামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। অনেকে তাঁর নাম "রামলা" বলেছেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। তাঁর পিতার আসল নাম হুযায়ফা, মতান্তরে সাহ্ল। উপাধি 'যাদুর রাকিব' (আরোহীর পাথেয়), তিনি ছিলেন দানবীর এবং অতিথি সেবার জন্য তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল (Al-'Asqalānī 1978,5/458; Al-Dahabī 1999, 2/202)।

উম্মু সালামা রা.-এর মাতার নাম 'আতিকা বিনত 'আমির ইবন রাবীআ ইবন মালিক আল-কিনানিয়্যা'। কোন কোন গ্রন্থকার মনে করেছেন, উম্মু সালামা রা.-এর মা 'আতিকা ছিলেন আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা। সুতরাং উম্মু সালামা রাসূলুল্লাহ স.-এর ফুফাতো বোন। কিন্তু আসলে এ 'আতিকা উম্মু সালামার মা নন। তাঁর মা 'আমির ইবন রাবী'আর কন্যা 'আতিকা (Al-Balādhurī N.D., 1/429; Al-Danāpurī, 1990, 612)।

উম্মু সালামা রা.-এর প্রথম বিয়ে হয় তাঁর চাচাতো ভাই এবং নবী স.-এর দুধভাই আবু সালামা আব্দুল্লাহ ইবন আব্দিল আসাদ ইবন হিলাল ইবন আব্দিল্লাহ ইবন উমার ইবন মাখযুমের সাথে। আবু সালামার পিতা আব্দুল আসাদ নবী স.-এর ফুফু বার্‌রা বিনতু 'আবদিল মুত্তালিবকে বিয়ে করেন (Ibn Sa'ad N.D, 8/87)।

উম্মু সালামা ও আবু সালামা দু'জনই ইসলামের সূচনা লগ্নে ইসলামে দীক্ষিত হন। তিনিই সর্বপ্রথম সস্ত্রীক হাবশায় হিজরত করেন। পরে মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় আসার কিছুদনি পর উহুদ যুদ্ধের (৩য় হিজরী) সময় প্রতিপক্ষের আবূ উসামা আল-জুশামীর নিক্ষিপ্ত একটি তীরে তাঁর বাহু আহত হয়। মাস খানেক চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে যান। এর কিছু দিন পরে রাসূলুল্লাহ স. তাঁকে কাতান (قطن)

অভিযানে পাঠান। সেখানে ২৯ দিন থাকার পর ৪র্থ হিজরীর সফর মাসের আট/ নয় তারিখে মদীনায় ফিরে আসেন। তখন তাঁর পুরাতন ব্যথা আবার তীব্র ভাবে ভেসে ওঠে এবং জীবন নাশের আশঙ্কা দেখা দেয়। অতঃপর ৪র্থ হিজরীর জমাদিউস সানী মাসের ৯ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন (Ibn Sa'ad N.D, 8/87; Al-Dahabī 1999, 2/203)।

উম্মু সালামা রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর খিদমতে পৌঁছে অত্যন্ত ব্যথাতুর হৃদয়ে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ জানালেন। রাসূলুল্লাহ স. স্বয়ং তাঁর গৃহে উপস্থিত হলেন। উম্মে সালামা রা. তখন শোকে বিহ্বল। নবী স. তাঁকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়ে বললেন, তাঁর মাগফিরাত কামনা কর এবং এই বলে দু'আ কর -

"اللهم أخلفني بخير منها"

"হে আল্লাহ, তাঁর চেয়েও উত্তম স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি আমায় দান করুন।"

আবু সালামার মৃত্যুর সময় উম্মু সালামা রা. অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তার গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর মহানবী স. স্বয়ং তাঁর অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করে উমার রা.-এর মাধ্যমে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। উম্মু সালামা রা. কতগুলো যৌক্তিক কারণ উল্লেখ করে এ প্রস্তাবে সম্মত হতে ইতস্ততা প্রকাশ করেন। তাঁর উল্লেখিত কারণগুলো হলো: "আমি ভীষণ অভিমানী, আমার বেশ কয়েকটি সন্তান রয়েছে, আমি একজন বয়স্কা মহিলা এবং আমার কোন অভিভাবক উপস্থিত নেই।"

রাসূলুল্লাহ স. তাঁর কারণগুলোর উত্তর দিলেন এভাবে: "তোমার সন্তানের দায়িত্ব আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের উপর। তোমার প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহ দূর করে দেবেন। অভিভাবকদের মাঝে এমন কেউ নেই যে, সম্মত হবে না। আর তোমার বয়স আমার চেয়ে কম।" এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ স. তাঁর সব আপত্তি মেনে নিলে তিনি সানন্দে সম্মত হন। অতঃপর তিনি উমারকে বলেন, যাও, মহানবী স.-এর সাথে আমার বিয়ের ব্যবস্থা কর (Al-Dahabī 1999, 2/204-205)।

সন্তান (যয়নাব) ভূমিষ্ঠের পর ইদ্দাত শেষে চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসের শেষের দিকে রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে তাঁর বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হয়। নবী স. উম্মু সালামার গৃহে থাকা অবস্থায় আবু লুবাবা রা.-এর তাওবা কবুল হয়েছিল (Ibn Hishām N.D, 2/237)।

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা রা.-এর মৃত্যুসন নিয়ে ঐতিহাসিক ও সীরাত বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তিনি মতান্তরে ৫৯, ৬০, ৬১, বা ৬৩ হিজরীতে উম্মুল মুমিনীনদের মধ্যে সর্বশেষ দুনিয়া থেকে বিদায় হন (Al-'Asqalānī 1325H, 12/483; Ibn Hazm 1992, 45)।

নবী স. থেকে হাদীস শিক্ষা ও সাহাবীগণের কাছে বর্ণনা

হাদীস শিক্ষা ও বর্ণনায় উম্মু সালামা রা.-এর অবদান অনস্বীকার্য। হাদীস বর্ণনা ও প্রচারে আয়িশা রা.-এর পরেই তাঁর স্থান। এ সম্পর্কে মাহমুদ ইবন লবীদ রা. বলেন:

" كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحفظن من حديث النبي كثيرا ولا مثل لعائشة وأم سلمة"

"রাসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রীগণ নবী স.-এর প্রচুর হাদীস মুখস্ত করতেন। তবে এক্ষেত্রে আয়েশা ও উম্মু সালামা রা.-এর কোন জুড়ি ছিল না (Al-Balādhurī N.D, 1/415)।"

তিনি রাসূলুল্লাহ স. ছাড়াও তাঁর পূর্ব স্বামী আবু সালামা ইবন আব্দিল আসাদ এবং নবী কন্যা ফাতিমা রা. হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৩৭৮টি। তন্মধ্যে ১৩টি মুত্তাফাকুন আলাইহি।[১] এককভাবে ইমাম বুখারী ৩টি এবং মুসলিম ১৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন (Al-'Asqalānī 1325H, 12/483; Al-Dahabī 1999, 2/202)।

উম্মু সালামা রা.এর ফিক্হ শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা রা. নিম্নোক্ত পন্থা ও পদ্ধতিতে ফিক্হ শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন।

ক. মসজিদে নববীর শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

মধ্যে রাসূলুল্লাহ স.-এর বক্তব্য, বাণী শুনার প্রতি উম্মু সালামা রা.-এর প্রবল আগ্রহ ছিল। একদিন তিনি চুলের বেণি বাঁধাচ্ছিলেন। এমন সময় রাসূল স. ভাষণ দেওয়ার জন্য মসজিদের মিম্বারে দাঁড়ালেন। তিনি কেবল, "ওহে লোক সকল! বলেছেন, আর অমনি উম্মু সালামা রা. চুল বিন্যস্তকারিণীকে বললেন, চুল বেঁধে দাও। সে বললো, এত তাড়াহুড়া কিসের! কেবল তো ওহে লোক সকল! বলেছেন। উম্মু সালামা রা. বললেন, আমরা কি লোকদের অন্তর্ভুক্ত নই?! অতঃপর তিনি নিজেই চুল বেঁধে দ্রুত উঠে যান এবং দাঁড়ানো অবস্থায় রাসূলুল্লাহ স.-এর পূর্ণ ভাষণটি শোনেন (Ahmad, 1999. 26546)।[২] এমনিভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ স. থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।

---

১. যে হাদীস বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবে বর্ণিত হয়েছে তাকে মুত্তাফাকুন আলাইহি বলা হয়।

২. كانت أم سلمة تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تمتشط أيها الناس فقالت لماشطتها لفي رأسي قالت فقالت فديتك إنما يقول أيها الناس قلت ويحك أولسنا من الناس فلفت رأسها وقامت في حجرتها فسمعته يقول أيها الناس بينما أنا على الحوض جيء بكم زمرا فتفرقت بكم الطرق فناديتكم ألا هلموا إلى الطريق فناداني مناد من بعدي فقال إنهم قد بدلوا بعدك فقلت ألا سحقا ألا سحقا

খ. মহিলাদের নির্ধারিত শিক্ষা বৈঠকে অংশগ্রহণ

মহিলা সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে তাঁদের শিক্ষার জন্য একটা দিন নির্দিষ্ট করার আবেদন জানান। তাঁদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

«موعدكن بيت فلان»

> “অমুকের গৃহে তোমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করা হলো।” (Al-Bukhārī 1989, 64)

সহীহ বুখারীতে আবু সাঈদ আল-খুদরী রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক মহিলা (আসমা বিনত ইয়াযীদ) রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ স.! আপনার হাদীস শুধু পুরুষরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে, আমাদেরকে কোন একদিন শেখার সুযোগ দিন! নবী স. বললেন, তোমরা অমুক দিন অমুক স্থানে একত্রিত হবে। মহিলাগণ নির্দিষ্ট দিনে একত্রিত হলে রাসূলুল্লাহ স. তাঁদেরকে দীন শিক্ষা দিতেন (Al-Bukhārī 2002, 101)।

এসব শিক্ষা বৈঠকে মহিলা সাহাবীগণ নবী স.-এর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন, নবী করীম স. তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। প্রশ্নোত্তরের জন্যও নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত থাকতো। এ সময়ে নবী স. তাঁদের দীন ও ফাতওয়া শিক্ষা দিতেন (Al-Khatīb 1988, 54)। উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা রা. এ জাতীয় বৈঠকসমূহে উপস্থিত থেকে ফিক্হসহ বিভিন্ন জ্ঞান শিক্ষা লাভ করতেন।

গ. প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে

অনেক সময় উম্মু সালামা রা. নবী স.-কে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করে ফিকহী জ্ঞান লাভ করতেন। এর একটি উদাহরণ হলো।

একবার উম্মু সালামা রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ স.! আল-কুরআনে আমাদের মেয়েদের কথা উল্লেখ নেই। এর কারণ কী? এ প্রশ্নের পর রাসূলুল্লাহ স. মসজিদের মিম্বারে উঠে দাঁড়ালেন এবং সূরা আহযাবের ৩৫তম আয়াতটি তেলাওয়াত করেন: (Al-Qurān: 33:35)

> ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ, রোজা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ, আল্লাহর অধিক যিকিরকারী নারী- তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার (‘Abdul Ma‘būd 1989, 5/242)। এ আয়াতে মহান আল্লাহ নারী ও পুরুষকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন।

ঘ. অন্যের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ

নবী স.-এর নিকট অন্য ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর শ্রবণের মাধ্যমেও উম্মু সালামা রা. ফিক্হী জ্ঞান লাভ করতেন। এর একটি উদাহরণ হলো :

> عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ إِذَا رَأَتِ المَاءَ
>
> উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু তালহার স্ত্রী উম্মু সুলাইম রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল স.! আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জা পান না। মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে গোসল করতে হবে কি? রাসূলুল্লাহ স. বললেন, হ্যাঁ, যদি পানি দেখতে পাও (Al-Bukhārī 2002, 6091)।

ঙ. ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ

উম্মু সালামা রা. বলেন, পর্দার হুকুম নাযিলের পরে একদিন আমি ও মায়মূনা রা. রাসূলের কাছে ছিলাম। এ সময় উম্মে মাকতূম রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমরা পর্দার আড়ালে চলে যাও। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে কি দৃষ্টিহীন নয়?! সে তো আমাদের দেখছে না, চিনতেও পারছে না। নবী স. বললেন, যদিও সে দৃষ্টিহীন, কিন্তু তোমরা তো তাকে দেখছো (Abū Daūd 1420H, 4112)।

উম্মু সালামা রা.-এর ফিক্হী জ্ঞান শিক্ষাদান ও ফাতওয়ার দায়িত্ব পালন

নবী স.-এর বাণী .«بلغوا عني ولو أية» “আমার থেকে একটি বাণী জানা থাকলেও তা অপরের নিকট পৌঁছে দাও” (Al-Bukhārī 2002, 3461)। «فليبلغ الشاهد الغائب» “উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট যেন (আমার বাণী) পৌঁছিয়ে দেয় (Al-Bukhārī 2002, 1739)।” উম্মু সালামা রা. রাসূলুল্লাহ স. থেকে ফিক্হী মাস’আলা-মাসাইল বিষয়ে শুধু অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জনই করেননি; বরং উম্মতের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তা শিক্ষা প্রদানও করেছেন। সাহাবী ও তাবি‘য়ীগণের বিশাল একটি অংশ উম্মু সালামা রা.-এর থেকে ফিক্হী বিভিন্ন মাস’আলা-মাসাইল শিক্ষা লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন:

১. তাঁর পুত্র উমার ইবন আবি সালামা (মৃ. ৮৩/৭০২)

২. কন্যা যয়নাব বিনত আবি সালামা (মৃ.৭৩/৬৯২)
৩. তাঁর ক্রীতদাস আব্দুল্লাহ ইবন রাফি‘
৪. সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (মৃ. ৯৪/৭০৩)
৫. শাকীক ইবন সালামা (মৃ. ১০২/৭২০)
৬. আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ (মৃ. ৭৫/৬৯৪)
৭. মুজাহিদ (মৃ.১০১/৭১৯)
৮. নাফি ইবন জুবায়র (মৃ. ৯৯/৭১৭)
৯. নাফি মাওলা ইবন উমার (মৃ.৫৪/৬৭৩)
১০. আতা ইবন আবি রাবাহ (মৃ.১৪/৬৩৬)
১১. শাহর ইবন হাওশাব (মৃ.১২/৬৩৩)
১২. ইবন আবী মুলায়কা (১১৭/৭৩৫)
১৩. সুলায়মান ইবন ইয়াসার (১০০/৭১৮)
১৪. উসামা ইবন যায়দ ইবন হারিসা (মৃ.৫৪/৬৭৩)
১৫. আব্দুর রহমান ইবনুল হারিস ইবন হিশাম (মৃ.৪৩/৬৬৩)
১৬. কুরায়ব মাওলা ইবন আব্বাস রা. (মৃ.৯৮/৭১৬)
১৭. আবু উছমান আন-নাহদী (মৃ. ৯৫/৭১৩)
১৮. হুমাইদ ইবন আব্দির রহমান (মৃ. ১০৫/৭২৩)
১৯. আব্দুর রহমান ইবন আবী বকর (৫৩/৬৭২)
২০. ইকরামা ইবন আব্দির রহমান (মৃ. ১০৩/৭২১)
২১. আবু বকর ইবন আব্দির রহমান (মৃ.৯৩/৭১১)
২২. উসমান ইবন আব্দিল্লাহ ইবন মাওহাব (মৃ. ৬০/৬৭৯)
২৩. কাবীসা ইবন যুবায়র (মৃ. ৮৯/ ৭০৭) প্রমুখ সাহাবা ও তাবি‘য়ীগণ (Al-Dahabī 1999, 2/202)।

উম্মু সালামা রা.-এর ফিক্হ শাস্ত্র শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতিসমূহ

বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতির মাধ্যমে উম্মু সালামা রা. ফিক্হ শাস্ত্র শিক্ষা প্রদান করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পদ্ধতি আলোচনা করা হলো :

ক. মসজিদ-মাদরাসায় ও নিজ বাসায় থেকে শিক্ষা দান

মহানবী স.-এর মৃত্যুর পর মদীনা ছিল ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র। ইবন উমার, ইবন আব্বাস, আবু হুরায়রা, যায়িদ ইবন সাবিত রা. প্রমুখ প্রসিদ্ধ

সাহাবীগণের পৃথক পৃথক শিক্ষা কেন্দ্র মদীনায় অবস্থিত ছিল। আবু হুরায়রা রা. ও ইবন আব্বাস রা.ও শরী‘য়াতের বিভিন্ন বিষয় জানার জন্য উম্মু সালামা রা.-এর দরজায় ধর্ণা দিতেন। তাবি‘য়ীদের বিরাট একটি দল তাঁর থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। মারওয়ান ইবন হাকাম উম্মু সালামা রা.-এর নিকট মাস’আলা জিজ্ঞেস করতেন এবং প্রকাশ্যে বলতেন:

"كيف نسأل أحدا وفينا أزواج النبي"

“আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রীগণ থাকতে কিভাবে আমরা অন্যদের নিকট জিজ্ঞেস করি (Ahmad 1999, 26696)।”

খ. বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দানের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান

উম্মু সালামা রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবা ও তাবি‘য়ীগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে সাহাবা ও তাবি‘য়ীগণকে ফিক্হ বিষয়ে অবহিত করতেন। এর মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে শরী‘য়াত বা ইসলামী আইন সম্পর্কে অবহিত করতেন। একবার কতিপয় সাহাবী উম্মু সালামা রা.-এর নিকট রাসূলুল্লাহ স.-এর পারিবারিক ও সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। উত্তরে তিনি বললেন, তাঁর ভিতর ও বাহির একই রকম ছিল। রাসূল স. আগমন করলে তাঁকে সব ঘটনা খুলে বলা হলো। তিনি বললেন, তুমি ভাল বলেছো (Ansari 1953, 54)।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জগতেও তাঁর বিচরণ ছিল। এ বিষয়ে হুযায়ফা রা. বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এক সময় আব্দুর রহমান ইবন আওফ রা. তাঁর নিকট এসেছিলেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন, কোন কোন সাহাবী এমন আছেন, আমার মৃত্যুবরণের পর আমি তাঁদের দেখবো না, তাঁরাও আমায় দেখবে না, আব্দুর রহমান ইবন আওফ রা. ঘাবড়িয়ে গেলেন। উমার রা.-এর নিকট গিয়ে এ হাদীস শুনালেন। তিনি উম্মু সালামা রা.-এর নিকট এসে বললেন, সত্য করে বলুন, আমি কি এদের অন্তর্ভুক্ত? উম্মু সালামা রা. বললেন, “না, কিন্তু আমি তোমাদেরকে ছাড়া আর কাউকে পৃথক করতে পারবো না” (Ahmad 1999, 26489)।

গ. ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে শিক্ষাদান

উম্মু সালামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, “যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হও, তখন তার সম্বন্ধে ভালো কথা বলো। কেননা ফেরেশতাগণ তোমাদের কথার সাথে সাথে আমীন বলে থাকেন। আবু সালামা মারা গেলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এখন কি বলবো? হুজুর স. বললেন, বলো, হে আল্লাহ! তাঁকে ক্ষমা কর এবং আমাকে পুণ্যময় বদলা বা তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি দান কর। তিনি বলেন, আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ স.-কে আমায় দান করেন। অর্থাৎ তাঁর সাথে আমার বিবাহের ব্যবস্থা করেন” (Abū Daūd 1420H, 3115)।

ঘ. বাস্তব জ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষাদান

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা রা. বাস্তব জ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেছেন। তিনি মনস্তাত্ত্বিক বিষয় ও গণমানুষের প্রকৃতি অনুধাবন করতে সক্ষম ছিলেন। যা দেখা যায় হুদাইবিয়ার সন্ধির একটি ঘটনাতে, সন্ধির শর্তাবলি যেহেতু বাহ্যত মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছিল, ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিষণ্নভাব দেখা দিল। রাসূলুল্লাহ স. তিন তিন বার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কারো মধ্যে নির্দেশ পালনের তোড়জোড় দেখা গেল না। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ স. তাঁবুতে ফিরে গেলেন। উম্মু সালামা রা.-এর নিকট বিষয়টি খুলে বললে তিনি পরামর্শ দিলেন, আপনি কাউকে কিছু না বলে নিজের কুরবানী করে ফেলুন এবং ইহরাম ত্যাগের নিয়্যাতে মাথার চুল কেটে ফেলুন। তিনি বাইরে এসে তাই করলেন। এবার সবার মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হলো যে, এ ফয়সালা অপরিবর্তনীয়। তখন সবাই কুরবানী করে ইহরাম ভঙ্গের প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলেন (Al-Bukhārī 2002, 2731)।

একবার কোন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে জানতে চায়, রাসূল স. কেমন করে কিরাআত পড়তেন? তিনি এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ স. এর তিলাওয়াতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন এবং নিজেই একই বৈশিষ্ট্যে পাঠ করেন যা ছিল, প্রতিটি হরফের স্পষ্ট উচ্চারণে।[৩] (Al-Tirmidiī 1417H, 2923; Ahmad, 1999. 26526)।

ঙ. মাস'আলা-মাসাইলের ভ্রান্তি নিরসনে সুন্নাতকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন

ফিক্‌হ শাস্ত্রের দ্বিতীয় উৎস সুন্নাত বা হাদীস। উম্মু সালামা রা. বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুন্নাতকে ফিক্‌হী মাসাইল শিক্ষাদানে ব্যবহার করেছেন। যেমনঃ নামাযের মধ্যে মাটিতে ফুঁ দেওয়া মাকরূহ। উম্মু সালামা রা.-এর এক ভাতিজা একদিন তাঁর সামনে এরূপ করায় তিনি তাঁকে নিষেধ করেন এবং বলেন, এভাবে ফুঁ দিও না। কেননা রাসূলুল্লাহ স. আমাদের এক গোলাম রাবাহকে বলেছিলেন, রাবাহ! তোমার চেহারায় একটু ধুলা লাগাও (Ahmad 1999, 26477)।[৪]

উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা রা.-এর ফিকহী অভিমত

ইসলামী শরী'য়াতের বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক ফাতওয়া প্রদানের মাধ্যমে উম্মু সালামা রা. ইসলামের যে খেদমত করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। 'আল্লামা ইবনুল কায়্যিম বলেন,

---

৩. হাদীসটি হলো: عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم عن قراءة النبي صلى الله عليه و سلم وصلاته ؟ فقالت مالكم وصلاته ؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا

৪. عن أبي صالح أن أم سلمة رأت نسيبا لها ينفخ إذا أراد أن يسجد فقالت لا تنفخ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغلام لنا يقال له رباح ترب وجهك يا رباح

যদি তাঁর ফাতওয়া সংগ্রহ করা হয়, তাহলে ছোট-খাট একটি পুস্তিকার আকার ধারণ করতে পারে (al-Jawzīyyah 1313H., 1/13)। নিম্নে ফিক্‌হ শাস্ত্রে উম্মু সালামা রা.-এর অবদান বিষয়ে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

নামায বিষয়ক

আসরের নামাযের পরের নফল নামায

আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র রা. আসরের নামাযের পর দু'রাকাআত নামায পড়তেন। মারওয়ান জিজ্ঞেস করেন, "আপনি এ নামায কেন পড়েন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ স. এ নামায পড়তেন। আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র এ হাদীস আয়িশা রা.-এর মাধ্যমে জেনেছিলেন। তাই মারওয়ান এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আয়িশা রা.-এর নিকট লোক পাঠান। আয়িশা রা. বলেন, হাদীসটি আমি উম্মু সালামা রা.-এর নিকট থেকে পেয়েছি। উম্মু সালামার রা.-এর কাছে আয়িশা রা.-এর কথা বলা হল। তিনি বললেন, আল্লাহ আয়িশা রা.-কে মাফ করুন! মহানবী স. ঐ নামায পড়তে নিষেধ করেছেন, আমি কি তাঁকে একথা বলিনি? (Ahmad, 1999. 6/299-303)

ইমাম শাফিয়ী রহ. বলেন, ফজর ও আসরের নামাযের পর কোনরূপ নফল নামায আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে উপস্থিত ওয়াক্তের সুন্নাত নামায আদায়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা নেই (Al-Jazīrī 2005, 211-212)।

দাউদ ইবন আলীর মতে, আসরের নামাযের পর নফল নামায আদায় করা যায়, তবে ফজরের নামাযের পরে আদায় করা যায় না। তিনি আয়িশা রা.-এর হাদীসটি দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল রাহ.-এর মতে, স্বাভাবিক নিয়ম মতে এ সময় নফল নামায পড়া যায় না, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে পড়া যায়। যেমন কোন ব্যক্তি মসজিদে এসে সুন্নাত পড়ার পূর্বেই ফরজ নামাযের জামাত শুরু হয়ে গেলে তখন জামাআত শেষ করার পর সুন্নাত নামায পড়তে পারবে।

ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর মতে, এ সময় নফল নামায আদায় করা মাকরূহ (Al-Jazīrī, 2005, 211-212)।

নামাযের মধ্যে মাটিতে ফুঁ দেওয়া

নামাযের মধ্যে মাটিতে ফুঁ দেওয়া মাকরূহ (Sābiq 1977, 1/268)। এ সংক্রান্ত উম্মু সালামা রা.-এর হাদীসটি ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

মসজিদ থেকে পুরুষরা মেয়েদের পরে বের হবে

নামাযের জামা'আতে অংশগ্রহণকারী পুরুষদের বিলম্বে বের হওয়া উচিত, যাতে জামা'আতে অংশগ্রহণকারী মহিলারা আগে-ভাগে বেরিয়ে পড়তে পারেন। উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা রা. এ সম্পর্কে বলেন, নবী স. নামাযে সালাম ফিরানোর

সাথে সাথে জামা'আতে অংশগ্রহণকারী নারীগণ উঠে চলে যেত আর এ সময় নবী স. উঠার আগে নিজ জায়গায় কিছুক্ষণ বসে থাকতেন। যুহরী বলেন, আমাদের মনে হয় তিনি এটা এজন্য করতেন, যাতে নারীগণ পুরুষদের বেরিয়ে পড়ার আগে বেরিয়ে পড়তে পারে (Al-Bukhārī 1987, 1/296)।

রক্তপ্রদর (ইস্তিহাযা) অবস্থায় নামায

মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাব সাধারণত কমপক্ষে তিনদিন ও উর্ধ্বে দশদিন অব্যাহত থাকে। এ সময়সীমার চাইতে কম ও বেশি সময় স্রাব হলে তা নিয়মিত হায়েযের মধ্যে গণ্য হয় না। তা হচ্ছে ইস্তেহাযা বা এক ধরনের রোগবিশেষ। যার এ রোগ হয় তাকে বলা হয় মুস্তাহাযা (Al-Jazīrī, 2005, 77-78)। মুস্তাহাযা রোগী সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স.-এর সময় এক মহিলার রক্তস্রাব হতো। আমি রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে তার সম্পর্কে ফাতওয়া জানতে চাইলে তিনি বললেন, তার কর্তব্য হলো, ইস্তেহাযায় আক্রান্ত হওয়ার আগে মাসের যে কয়দিন তার হায়েয হতো তা খেয়াল করে গুনে রাখবে এবং প্রতিমাসে সেই কয়দিন নামায ছেড়ে দিবে। ঐ কয়দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর সে গোসল করে তারপর পট্টি বেঁধে নামায পড়বে[৫] (Abū Daūd 1420H, 274)।

হায়েয ও নেফাসকালীন কাজা নামায

একবার হজ্জের সময় আযদ গোত্রের মুস্সাহ নাম্নী জনৈকা মহিলা উম্মে সালামা রা.-এর নিকট যেয়ে হায়েযকালীন কাজা নামাযের ফাতওয়া জানতে চাইলেন। তিনি আরো বললেন, সামুরা ইবন জুনদুব রা. মহিলাদেরকে হায়েযকালীন নামায কাজা করার নির্দেশ দিচ্ছেন। উম্মে সালামা রা. ফাতওয়া দিলেন, হায়েযকালীন কাজা নামায আদায় করা লাগবে না। তিনি সেই সাথে আরো বললেন, নবী স.-এর সময় মহিলারা নেফাসের সময় চল্লিশ দিন নামায আদায় করতেন না। তারপরেও নবী স. এই নেফাসকালীন নামায কাজা আদায় করার নির্দেশ দিতেন না (Abū Daūd 1420H, 312)।

বিতর নামায : উম্মে সালামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. তের রাক'আত বিতর পড়তেন। যখন তিনি বার্ধক্যে পদার্পণ করলেন এবং দুর্বল হয়ে পড়লেন, তখন সাত রাক'আত বিতর পড়েছেন (Al-Nasāyī 1420H, 1708)।[৬]

---

৫. عن أم سلمة زوج النبى -صلى الله عليه وسلم- أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستفتت لها أم سلمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال « لتنظر عدة الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل فيه

৬. كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر بثلاث عشرة ركعة فلما كبر وضعف أوتر بتسع

রোযা সংক্রান্ত

রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া

একবার উমার ইবন আবি সালামা রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়ার ফাতওয়া জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ স. তাঁকে ফাতওয়াটি জানার জন্য উম্মু সালামার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। উম্মু সালামা যখন অবহিত করলেন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ স. এরূপ করে থাকেন, তখন উমার ইবন আবি সালামা রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ আপনার আগে-পিছের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন! কাজেই আপনার সাথে কারো তুলনা হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ স. তাঁকে বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি এবং তাঁর ভয়ে গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকি (Muslim 2006, 1108)।[৭]

নাপাক ব্যক্তির রোযা

আবু হুরায়রা রা.-এর ধারণা ছিল যে, রামাযান মাসে জানাবাতের গোসল অতি প্রত্যুষে করা উচিৎ। অন্যথায় রোযা নষ্ট হয়ে যায়। তাই তিনি ফাতওয়া দিতেন, সহবাস জনিত নাপাকী নিয়ে কোন রোযাদার রোযা থাকলে তাঁর রোযা হবে না। উম্মে সালামা একথা জানতে পেরে বললেন:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لاَ مِنْ حُلُمٍ ثُمَّ لاَ يُفْطِرُ وَلاَ يَقْضِى».

"রাসূলুল্লাহ স. স্বপ্নদোষজনিত নাপাক নয় বরং সহবাস জনিত অপবিত্রতা নিয়ে ভোরে উপনিত হতেন এবং তিনি ঐ দিনের রোযা ভাঙ্গতেন না এবং কাযাও করতেন না" (Muslim 2006, 1109)। আবু হুরায়রা রা. শুনে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মত পরিবর্তন করে বললেন, আমি কি করবো? ফাযল ইবন আব্বাস রা. আমার নিকট এরূপ বর্ণনা করেছেন। অথচ উম্মু সালামা ও আয়িশা রা. এ ব্যাপারে অধিক জ্ঞানী। অতঃপর আবু হুরায়রা রা. নিজ ফাতওয়া ফিরিয়ে নেন (Ahmad 1999, 26672)।[৮] উল্লেখ্য যে, সকল ইমামের মতে, জুনুবী বা অপবিত্র ব্যক্তির রোযা সহীহ হবে, তবে সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব (Al-Shaibānī 2002, 1/234)।

---

৭. صلى الله عليه   عن عمر بن أبى سلمة أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله وسلم- سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أما والله إنى لأتقاكم لله وأخشاكم له

৮. عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الصبح جنبا فلا صوم له، قال فانطلقت أنا وأبي فدخلنا على أم سلمة وعائشة فسألناهما عن ذلك فأخبرتانا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم فلقينا أبا هريرة فحدثه أبي فتلون وجه أبي هريرة ثم قال هكذا حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم

হজ্জ বিষয়ক

তাওয়াফ

বিদায় হজ্জের সময় উম্মু সালামা রা. অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সফরে অংশ গ্রহণ করেন। তাওয়াফের ব্যাপারে তিনি কি করবেন, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ স. তাঁকে নামাযের সময় মুসল্লীদের পিছনে বাহনে সাওয়ার হয়ে তাওয়াফ করার নির্দেশ দেন। উম্মু সালামা রা. তাই করলেন। (Al-Bukhārī 2002, 1633; Muslim 2006, 1276)।[৯] এ হাদীস থেকে যেসব ফিকহী বিষয় প্রমাণিত হয় তা হলো:

- ❖ অসুস্থ ব্যক্তির জন্য সওয়ারীর উপর বসে তাওয়াফ করা জায়িয।
- ❖ মহিলাদের উচিত যথাসম্ভব পুরুষদের ভীড় এড়িয়ে তাওয়াফ করা।

যাকাত সংক্রান্ত

সঞ্চিত সম্পদের যাকাত

আল্লাহ তা‘আলা সূরা তাওবার ৩৫নং আয়াতে বলেছেন,

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

“আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চিত করে রাখে এবং তারা আল্লাহর রাস্তায় তা ব্যয় করে না, তাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।” (Al-Qurān, 9: 34)

উম্মু সালামা রা. স্বর্ণের অলংকার পরিধান করতেন। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ স.-কে তাঁর অলংকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, এই অলংকার ‘কানয’ (সঞ্চিত সম্পদ) কি না? জবাবে রাসূলুল্লাহ স. বললেন, যে সম্পদ নিসাব পরিমাণ পৌঁছায় এবং তার যাকাত আদায় করা হয়, তা পরিমাণে যত বৃদ্ধি পাক তা আর কানয নয় (Abū Daūd 1420H, 1564)।[১০] এখান থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয় তা কানয নয়। বরং কানয হলো, যার যাকাত আদায় করা হয় না।

পবিত্রতা বিষয়ক

মেয়েদের জানাবাতের গোসলের সময় মাথার বেণির ক্ষেত্রে করণীয়

জানাবাতের গোসলের সময় সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছানো ফরজ। তবে সে পানি পৌঁছানোর জন্য মহিলাদের মাথার চুলের বাঁধন বা খোপা খুলে ফেলা কি জরুরী?

---

৯. عن أم سلمة أنها قالت شكوت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنى أشتكى فقال « طوفى من وراء الناس وأنت راكبة ». قالت فطفت ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينئذ يصلى إلى جنب البيت وهو يقرأ بـ (الطور وكتاب مسطور).

১০. عن أم سلمة، قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز.

সাহাবীগণের অনেকেই মনে করতেন খোপা খুলতে হবে। উম্মে সালামা রা. বলেন, এ সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে রাসূলুল্লাহ স. বলেন, বেণি খোলার প্রয়োজন নেই। বরং তিন আঁজলা পানি মাথার উপর ঢেলে দিলেই চলবে (Muslim 2006, 330)।[১১] উল্লেখ্য যে, হানাফী মাযহাব মতে, চুলের খোপা খোলা জরুরী নয়; চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছালেই হবে (Al-Jazīrī, 2005, 68)।

মেয়েদের স্বপ্নদোষ সংক্রান্ত

মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে যদি পানি দেখতে পায়, তাহলে তার উপর গোসল করা ফরজ। এ সম্পর্কে উম্মে সালামা রা. বলেন, আবু তালহার স্ত্রী উম্মু সুলাইম রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আসলেন এবং বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জা পান না। মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে গোসল করতে হবে কি? রাসূলুল্লাহ স. বললেন: হ্যাঁ, যদি পানি দেখতে পাও (Al-Bukhārī 2002, 6091)।[১২] এখান থেকে প্রমাণিত হয়, দীনী জ্ঞান অর্জন করার জন্য সত্য কথা বলতে লজ্জা পাওয়া যাবে না।

ওজুর পানি

উম্মু সালামা রা.-এর মতে, ওজুর পর হাত ঝেড়ে পানি ফেলে দেওয়ার পর হাত মোছা উচিত (Muslim, N.D. 1/150)। উল্লেখ্য যে, ওজুর পরে রুমাল বা অন্য কিছু দ্বারা পানি মোছা বা না মোছা উভয়টিই জায়িয। কেননা নবী স. কখনো রুমাল ব্যবহার করেছেন আবার কখনো করেননি। ইবন আব্বাস রা.-এর মতে পানি মোছাই উত্তম (Al-Shaibānī, 2002. 1/46)।

নেফাস সংক্রান্ত

সন্তান প্রসবের পর স্ত্রী লোকের জরায়ু থেকে যে রক্ত বের হয় তাকে নিফাস বলে। নেফাসের সময়সীমা সম্পর্কে উম্মু সালামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স.-এর সময় নেফাসের সময়সীমা ছিল চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত (Abū Daūd 1420H, 311)।[১৩]

বিবাহ ও ইদ্দাত বিষয়ক

দুধপান সম্পর্কীয় মাহরাম

বংশগত দিক দিয়ে যাদের সাথে বিবাহ হারাম, দুধপানের কারণেও তাদের সাথে বিবাহ হারাম। এ সম্পর্কে উম্মে সালামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স.-কে বলা হলো,

---

১১. عن أم سلمة قالت قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين

১২. عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء، فضحكت أم سلمة فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبم شبه الولد

১৩. عن أم سلمة ، قالت : كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما ، أو أربعين ليلة

আপনি হামযা ইবন আব্দিল মুত্তালিবের কন্যাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন, হামযা আমার দুধ-ভাই অর্থাৎ হামযার কন্যা আমার দুধ ভাতিজী। আপন ভাতিজীকে যেভাবে বিবাহ করা হারাম, দুধ ভাতিজীকেও বিবাহ করা হারাম (Muslim 2006, 1448)।[১৪] উম্মু সালামা রা. আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, দুধ ছাড়ানোর বয়সের পূর্বে স্তনের বোঁটা থেকে শিশুর পাকস্থলীতে দুধ না গেলে দুধপানজনিত নিষিদ্ধতা কার্যকর হয় না অর্থাৎ-দুধপানের কারণে বৈবাহিক সম্পর্কের নিষিদ্ধতা কার্যকর হয় না (Al-Tirmidī 1417H, 1152)।[১৫]

একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার

একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে রাত যাপন থেকে শুরু করে খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, ঘর-বাড়ি যাবতীয় জিনিসেই সমান ইনসাফ করা ওয়াজিব। চাই স্ত্রী নতুন কিংবা পুরাতন, যুবতী কিংবা বৃদ্ধা, কুমারী বা বিধবা হোক। কোন অবস্থাতেই পার্থক্য করা চলবে না। তবে কেউ স্বেচ্ছায় নিজের প্রাপ্য ছেড়ে দিলে সেটা আলাদা কথা। এ সম্পর্কে উম্মু সালামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. যখন তাকে বিবাহ করেন, তখন তাঁর কাছে একাধারে তিন দিন অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি তোমার পরিজনের নিকট তুচ্ছ নও। যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমার জন্য সাত দিন দিতে পারি। তবে যদি তোমাকে সাত দিন দেই, তাহলে আমার সমস্ত স্ত্রীদেরকেও সাত দিন দিতে হবে (Muslim 2006, 1460)।[১৬]

গর্ভবতী মহিলার ইদ্দাত

গর্ভবতী মহিলার ইদ্দাত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। এ সম্পর্কে উম্মে সালামা রা. বলেন, আসলাম গোত্রের সুবাইআ নাম্নী এক মহিলার স্বামী তাকে গর্ভাবস্থায় রেখে মারা যায়। আবুস সানাবিল ইবন বা'কাক তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে সে তার সাথে বিয়ে বসতে অস্বীকার করে এবং বলে আল্লাহর শপথ! আমি দুই মেয়াদের যে কোন একটির শেষ দিন পর্যন্ত ইদ্দাত পূর্ণ না করে বিয়েতে বসতে পারি না। এর প্রায় দশ দিন পরই সে সন্তান প্রসব করে। অতঃপর সে নবী স.-এর কাছে আসলে তিনি তাকে বললেন, তুমি বিয়েতে বসতে পার (Al-Bukhārī 2002, 5318)।[১৭]

---

১৪. قيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة. أو قيل ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب قال « إن حمزة أخى من الرضاعة.

১৫. عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الامعاء في الثدى ، وكان قبل الفطام) هذا حديث حسن صحيح .

১৬. أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي

১৭. أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الرجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقال انكحي

উল্লেখ্য যে, গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দিলে সন্তান প্রসবের সাথে সাথে তার ইদ্দাত পূর্ণ হয়ে যায়। তা যে কয়দিন বা যে কয় ঘণ্টাই হোক না কেন। এ ব্যাপারে সমস্ত বিশেষজ্ঞ একমত। কিন্তু গর্ভাবস্থায় যদি কোন মহিলা বিধবা হয় তবে তার ইদ্দাতের সময় সীমা নিয়ে মতবিরোধ আছে। আলী রা. ও ইবন আব্বাস রা.-এর মতে, গর্ভবতী বিধবার ইদ্দাত দু'টি মেয়াদের মধ্যে দীর্ঘতর মেয়াদ। বিধবার ইদ্দাত সাধারণ অবস্থায় চার মাস দশ দিন পর্যন্ত। যদি গর্ভবতী বিধবা চার মাস দশ দিনের পূর্বেই সন্তান প্রসব কওে, তাহলে তাকে চার মাস দশ দিন ইদ্দাত পালন করতে হবে। আর চার মাস দশ দিনের মধ্যে সন্তান প্রসব না করলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত ইদ্দাত পালন করতে হবে। কিন্তু চার ইমামসহ বড় বড় ইসলামী আইনবিদগণের মতে, সন্তান প্রসব হওয়ার সাথে সাথে তার ইদ্দাতকাল শেষ হয়ে যায় (Al-Jazīrī 2005, 1094)।

ইদ্দাত পালনকারীর সাজসজ্জা

উসাইদ কন্যা উম্মু হাকীম র. তার মায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তার স্বামী মারা যাওয়ার পর তার চক্ষুদ্বয় রোগাক্রান্ত হলো। তাতে তিনি 'ইসমিদ' সুরমা লাগালেন। পরে তিনি তাঁর এক দাসীকে উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা রা.-এর কাছে পাঠালেন। তিনি তাকে 'ইসমিদ' সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, তুমি কোন প্রকারের সুরমাই ব্যবহার করো না। যদি তোমার একান্তই প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তুমি রাতের বেলা সুরমা লাগাও এবং দিনের বেলা তা মুছে ফেলো। উম্মু সালামা এ সম্পর্কে আরো বলেন, আবু সালামার মৃত্যু হলে, রাসূলুল্লাহ স. আমার কাছে আগমন করলেন। তখন আমি আমার চোখে সিবর নামক এক প্রকার তিক্ত গাছের রস লাগিয়েছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মু সালামা! এটা কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা সিবর। এর মধ্যে কোন প্রকার সুগন্ধি নেই। তিনি বললেন, এটা মুখমণ্ডলকে রঞ্জিত করে। সুতরাং তুমি তা রাতের বেলা ছাড়া ব্যবহার করো না এবং দিনের বেলা তা পরিষ্কার করে নিবে। আর তুমি মাথার চুলে কোন প্রকার সুগন্ধি লাগিয়ে আঁচড়াবে না এবং মেহেদীও ব্যবহার করবে না, কেননা তাও এক ধরনের খেযাব। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে আমি কি জিনিস ব্যবহার করে চুল আঁচড়াবো। তিনি বললেন, তোমার মাথায় কুল পাতা লেপে দাও (Abū Daūd 1420H, 2305)।[১৮]

---

১৮. ثم قالت عند ذلك أم سلمة دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على عينى صبرا فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت قلت بأى شىء أمتشط يا رسول الله قال: بالسدر تغلفين به رأسك

পর্দা বিষয়ক

নারীর বেশধারী পুরুষ

নারীর বেশধারী পুরুষদের মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা নিষেধ। এ সম্পর্কে উম্মু সালামা রা. বলেন, একদিন রাসূল স. আমার কাছে ছিলেন। এ সময় ঘরের মধ্যে এক মেয়েলী স্বভাবের পুরুষ ছিল। ঐ পুরুষটি আব্দুল্লাহ ইবন উমাইয়্যাকে বললো, যদি আগামীকাল আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে তায়েফ বিজয় দান করেন, তবে আমি আপনাকে গায়লানের মেয়ে দেখিয়ে দেব। কেননা সে যখন সম্মুখ দিক দিয়ে আসে, তখন তার পেটের চামড়ায় চার ভাঁজ পড়ে এবং যখন পিছু ফিরে যায় তখন আট ভাঁজ পড়ে। একথা শুনে নবী স. বললেন, সে যেন তোমাদের কাছে আর কখনোও না আসে (Al-Bukhārī 2002, 4324)।[১৯]

ওড়না

মেয়েরা কিভাবে ওড়না পরবে এ সম্পর্কে উম্মু সালামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. দুই ভাঁজে ও দুই প্যাঁচে ওড়না পরতে নিষেধ করেছেন এবং এক ভাঁজে পরার নির্দেশ দিয়েছেন, অর্থাৎ সেটা যেন পুরুষদের পাগড়ির ন্যায় একাধিক ভাঁজে না হয় (Abū Daūd 1420H, 4115)।[২০]

মহিলাদের দৃষ্টির পর্দা

উম্মে সালামা রা. বলেন, পর্দার হুকুম নাযিলের পরে একদিন আমি ও মায়মূনা রা. রাসূলের স. কাছে ছিলাম। এ সময় উম্মে মাকতূম রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমরা পর্দার আড়ালে চলে যাও। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে কি দৃষ্টিহীন নয়?! সে তো আমাদের দেখছে না, চিনতেও পারছে না। নবী স. বললেন, যদিও সে দৃষ্টিহীন কিন্তু তোমরা তো তাকে দেখছো। আবু দাউদ র. বলেন, এই বিধান মহানবী স.-এর স্ত্রীদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। কারণ, রাসূল স. ফাতিমা বিনত কায়েস রা.-কে উম্মে মাকতুমের বাড়িতে ইদ্দাত পালনের অনুমতি দিয়েছিলেন, যাতে তিনি সেখানে খোলামেলা পোশাকে থাকতে পারেন (Abū Daūd 1420H, 4112)।[২১]

---

১৯. عن أم سلمة رضي الله عنها : دخل النبي صلى الله عليه و سلم وعندي مخنث، فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية: يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان وقال النبي صلى الله عليه و سلم : لا يدخلن هؤلاء عليكن

২০. عن أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهى تختمر فقال: لية لا ليتين . قال أبو داود معنى قوله :" لية لا ليتين ": لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقا أو طاقين

২১. عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبى صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه . فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا

মুকাতাব গোলাম এর সাথে পর্দা

মুকাতাব অর্থ এমন গোলাম, যার সাথে এ মর্মে চুক্তি করা হয় যে, সে যদি এত টাকা বা সম্পদ আদায় করতে পারে, তবে সে আযাদ। উম্মে সালামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কারো যদি মুকাতাব গোলাম থাকে, আর সে চুক্তিতে আরোপিত মূল্য দেয়ার যোগ্যতা রাখে, তবে তোমরা তার থেকে পর্দা কর (Abū Daūd 1420H, 3928)।[২২]

মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত বিধান

মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ

উম্মু সালামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যখন তোমরা অসুস্থ ব্যক্তি অথবা মৃত ব্যক্তির নিকট হাজির হও, তখন তার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করো। কেননা, তোমরা যেরূপ বলো তার উপর ফেরেশতারা আমিন বলেন। উম্মু সালামা রা. বলেন, এরপর যখন আবু সালামা মৃত্যুবরণ করলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সালামা মারা গেছেন। তিনি আমাকে বললেন, এভাবে দু'আ কর:

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَلَهُ وَأَعْقِبْنِى مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً ».

"হে আল্লাহ! আমাকে ও তাঁকে ক্ষমা করো এবং তাঁর পরে আমাকে উত্তম পরিণাম দান করো।"

এরপর তিনি নিজে এভাবে দু'আ করলেন:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِى سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِى عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِى قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ».

"হে আল্লাহ! আবু সালামাকে ক্ষমা করো এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে তাঁর মর্যাদাকে উঁচু করে দাও, তুমি তাঁর বংশধরদের অভিভাবক হয়ে যাও। হে রাব্বুল আলামীন! তাঁকে ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তার কবরকে প্রশস্ত এবং জ্যোতির্ময় করে দাও" (Muslim 2006, 919,920)।

মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি বা বিলাপ

তৎকালীন আরবে মৃত ব্যক্তির জন্য চিৎকার করে কান্নাকাটি করা এবং মাতম করার প্রথা প্রচলিত ছিল। ইসলামী শরী'য়াতে মৃত ব্যক্তির জন্য এরূপ কান্নাকাটি নিষিদ্ধ

يعرفنا، فقال النبى -صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه . قال أبو داود هذا لأزواج النبى صلى الله عليه وسلم خاصة ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم قد قال النبى صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده

২২. عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أضها أخبرت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه

করা হয়েছে। উম্মু সালামা রা. বলেন, যখন আবু সালামা রা. মারা গেলেন, আমি আক্ষেপ করে বললাম, আহ! নির্বাসিত ব্যক্তি! আহ! বিদেশভূমিতে মারা গেল! আমি তাঁর জন্য এমন বুক ফাটিয়ে কান্নাকাটি করবো, যা মানুষের মাঝে চর্চা হতে থাকবে। আমি কান্নার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ স. তাঁর সামনে এগিয়ে এসে বললেন, আরে তুমি কি শয়তানকে ঐ ঘরে ঢুকাতে চাচ্ছো, যেখান থেকে মহান আল্লাহ তাকে দুইবার তাড়িয়ে দিয়েছেন? উম্মু সালামা বলেন, একথা শুনামাত্র আমি কান্না বন্ধ করলাম এবং আর কাঁদলাম না (Ahmad 1999, 26472)।[২৩]

উল্লেখ্য বিলাপ অথবা মাতম করে কান্নাকাটি করা যাবে না। তবে মাতম বিহীন কান্না, শব্দবিহীন অশ্রু বিসর্জন করা জায়িয। এতে কোন গুনাহ নাই। বরং এ ধরনের কান্না মানুষের শোককে হালকা করে।

প্রশাসন ও বিচার বিষয়ক

মিথ্যা সাক্ষ্য বা বাকচাতুর্যের মাধ্যমে আদালত হতে কারো কোন হক পেয়ে গেলেও সেটি নিজের হক হয় না।

মিথ্যা সাক্ষ্যর মাধ্যমে বা বাক চতুরতা দিয়ে কোন বস্তু গ্রহণ করা বৈধ নয়। কারণ বাহ্যিকভাবে প্রমাণিত হলেই কোন জিনিস বৈধ হয়ে যায় না। এতে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও নৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। এ সম্পর্কে উম্মু সালামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

> «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا».
>
> "তোমরা আমার কাছে বিবাদের বিষয় নিয়ে ফয়সালার জন্য এসে থাক। অনেক সময় দেখা যায়, তোমাদের কেউ কেউ প্রমাণাদি পেশ করার ব্যাপারে অন্যদের চাইতে বাকপটু। এমতাবস্থায় অন্যের হক থেকে যার পক্ষে আমি ফয়সালা দিয়ে দেই, তাকে দোযখের এক টুকরোই দিয়ে থাকি। তাই সে যেন এভাবে তা গ্রহণ না করে (Al-Bukhārī 2002, 2680)।"

প্রশাসন ও নেতৃত্ব

শরী'য়াত বা ইসলামী বিধানের পরিপন্থী বিষয়সমূহে সরকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করা অপরিহার্য। মুসলিম সরকারের উদ্যোগে যতক্ষণ নামায ইত্যাদি কায়েম

২৩. عن أم سلمة قالت لما مات أبو سلمة قلت غريب ومات بأرض غربة فأفضت بكاء فجاءت امرأة تريد أن تسعدني من الصعيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدين أن تدخلي الشيطان بيتا قد أخرجه الله عزوجل منه قالت فلم أبك عليه

করা হয়, ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এ সম্পর্কে উম্মু সালামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, অচিরেই এমন ধরনের শাসকের আবির্ভাব হবে, যাদের ভালো কাজ তোমরা পছন্দ করবে এবং খারাপ কাজ অপছন্দ করবে। যে ব্যক্তি তাদের খারাপ কাজ দেখবে এবং শক্তি প্রয়োগে অথবা মুখের কথায় তার প্রতিরোধ করবে, সে দায়িত্বমুক্ত বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি তাদের এই কুকর্ম ঘৃণা করবে, সেও আল্লাহর গযব থেকে মুক্ত থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি শাসকদের এই গর্হিত কাজ সমর্থন করবে এবং তার অনুসরণ করবে, সে ধ্বংস হবে। লোকেরা বললো, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবো না? তিনি বললেন না, যতদিন তারা নামায পড়ে (Ahmad 1999, 26606)।[২৪]

নাবীয

উম্মে সালামা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে খেজুরের আঁটি পাকাতে (অর্থাৎ-অপরিপক্ক ফল আগুনে জ্বাল দিয়ে পরিপক্ক করতে নিষেধ করেছেন) এবং খেজুর ও কিশমিশ একত্র করে নাবীয[২৫] তৈরি করতে নিষেধ করেছেন (Abū Daūd 1420H, 3706)।[২৬]

কুরবানীর সময় পালনীয় বিষয়

যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, যিলহজ্জ মাস শুরু হতেই এর প্রথম দশ দিন তার চুল, নখ ইত্যাদি কাটা নিষেধ। এ সম্পর্কে উম্মু সালামা রা. বলেন, নবী স. বলেছেন,

> « إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ».
>
> যখন যিলহজ্জ মাস শুরু হয় আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন প্রথম দশ দিন নিজের চুল বা শরীরের কোন কিছুই না কাটে (Muslim 2006, 1977)।

হানাফীদের মতে, প্রথম দশ দিন নখ, চুল ইত্যাদি কাটা মাকরূহ নয়; তবে না কাটাই উত্তম। ইমাম শাফি'য়ী র.-এর মতে, মাকরূহ তানযীহ, কিন্তু হারাম নয়। আর কুরবানীর জানোয়ার যবেহ করার পর চুল, নখ ইত্যাদি কাটা মুস্তাহাব। হাজীদের অনুকরণ করাই এ নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্য (Al-Zuhailī 1989, 4/275)।

২৪. عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رغب وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا الصلاة

২৫. খেজুর বা আঙুরের নির্যাস, যা মদ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে গণ্য হয়।

২৬. عن كبشة بنت أبى مريم ، قالت : سألت أم سلمة : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ؟ قالت : كان ينهانا أن نعجم النوى طبخا أو نخلط الزبيب والتمر

সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার

পানাহার ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার করা নারী-পুরুষ সবার জন্যই হারাম। এ সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা রা. বলেন, মহানবী স. বলেছেন:

الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم

"যে ব্যক্তি সোনা ও রূপার পাত্রে পান করে, সে তার পেটের মধ্যে জাহান্নামের আগুন ভরে" (Al-Bukhārī 2002, 5634)।

শর্তসাপেক্ষে দাসমুক্তি

সাফীনা রা. উম্মু সালামা রা.-এর দাস ছিলেন। উম্মু সালামা রা. তাকে শর্তসাপেক্ষে মুক্ত করে দেন। এ সম্পর্কে সাফীনা রা. নিজেই বলেছেন, আমাকে উম্মে সালামা রা. বললেন, আমি তোমাকে আযাদ করে দেব, তবে শর্ত হচ্ছে যতদিন তুমি জীবিত থাকবে রাসূলুল্লাহ স.-এর খেদমত করবে। আমি তাঁকে বললাম, আপনি যদি এই শর্ত আরোপ নাও করতেন, তবু আমি রাসূলুল্লাহ স.-এর সঙ্গ ত্যাগ করতাম না। অতঃপর তিনি আমাকে উক্ত শর্তসাপেক্ষে দাসত্বমুক্ত করেন (Abū Daūd 1420H, 3932)।[২৭]

বদ নযর

বদ নযর লাগলে ঝাড়ফুঁক করানো উচিত। এ সম্পর্কে উম্মু সালামা রা. বলেন, নবী স. তাঁর ঘরে একটি মেয়েকে দেখতে পেলেন। তার চেহারায় নযর লাগার চিহ্ন ছিল। তখন তিনি বলেন, এর জন্য ঝাড়-ফুঁক করাও। কেননা, তার উপর নযর লেগেছে (Al-Bukhārī 2002, 5739)।[২৮]

অন্যান্য ফিক্হী মাস'আলা যেগুলো উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তা নিম্নরূপ:

- ❖ স্বামীর মৃত্যুর পর নির্ধারিত ইদ্দাতকালীন সময় স্ত্রীর জন্য শোক পালন করা ওয়াজিব। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হারাম (Muslim 2006, 3812)।
- ❖ সর্বপ্রকার নেশা উদ্রেককারী এবং অবসন্নকারী বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ (Muslim 2006, 2003)।

২৭. عن سفينة قال : كنت مملوكا لام سلمة ، فقالت : أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت ، فقلت : إن لم تشترطي على ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت

২৮. أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة

- ❖ মৃত স্বামীর বাচ্চাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব মায়ের উপর (Al-Bukhārī 2002, 5054)।
- ❖ মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করে দেওয়া উচিত (Abū Daūd, N.D. 3/159)।
- ❖ মাগরিবের আজানের পর নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করা: « اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِى » "হে আল্লাহ! নিশ্চয় এটা আপনার রাতের আগমন, দিবসের পশ্চাদগমন এবং আপনার আহবানের আওয়াজ। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন (Abū Daūd 1420H, 530)।"
- ❖ স্বামী ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে একই বিছানায় একই চাদরের নীচে শুয়ে থাকতে পারবে (Bukhārī 2002, 298)।

উপসংহার

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে মহিলাদেরকে তুলনামূলকভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। যার ফলে মুসলিম সন্তানদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং ইসলামের সামাজিক কর্মকাণ্ডে দুর্বলতা চলে আসছে।

এ ছাড়া আধুনিক শিক্ষিত নারী সমাজকে প্রকৃত ফিক্হী শিক্ষায় শিক্ষিত করা হলে তার সবটুকু সুফল ভোগ করতো পরিবার, দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতা। অথচ বাস্তবিক পক্ষে তারা ফিক্হী জ্ঞান থেক বহুদূরে অবস্থান করছে। যার ফলে ইসলামী আইন-কানুন, শরী'য়াতের সঠিক জ্ঞান, ফিকহী মাস'আলা-মাসাইলের ব্যাপারে নারী সমাজের মধ্যে রয়েছে চরম অজ্ঞতা ও কুসংস্কার। অথচ ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, পুরুষদের পাশাপাশি নারী সমাজও এগিয়ে এসেছিলেন কুরআন, হাদীসের সাথে ইলমে ফিক্হের সঠিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে। বর্তমান যুগে যারা ইসলামী আইনকানুন অনুসরণ ও অনুকরণ করতে চান বা শরী'য়াতের বিধিবিধানের আলোকে দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চান, তাদের জন্য উম্মু সালামা রা. একটি অনুকরণীয় আদর্শ।

Bibliography

Al-Qurān.

'Abdul Ma'būd, Dr. Muhammad. 1989. *Ashab Rasuler Jibon Katha*. Dhaka: Bangladesh Islamic Center.

Abū Daūd, Sulaimān Ibn Ash'as. 1420H. *Al-Sunan.* Riyadh: Bait al-Afkār al-Dawliyya.

Ahmad Ibn Hambal. 1999. *Musnad Imām Ahmad.* Beirut: Muassasat al-Risālah.

Al-'Asqalānī, Shihāb al-Dīn Ibn Hazar. 1325H. *Tahdīb al-Tahdīb.* Haidarabad: Dāirat al-Ma'ārif.

Al-'Asqalānī, Shihāb al-Dīn Ibn Hazar. 1978. *Al-Isābah fī al-Tamayyuz al-Sahāba.* Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Balādhurī, Abū al-Hasan. N.D. *Ansāab al-Ashraf.* Egypt: Dār al-Ma'ārif.

Al-Bukhārī Abū 'Abdullah Muhammad Ibn Ismā'īl. 1989. *Al-Adāb al-Mufrad*. Beirut: Dār al-Bashāyer al-Islāmiyyah

Al-Bukhārī Abū 'Abdullah Muhammad Ibn Ismā'īl. 2002. *Al-Jamī' Al-Sahīh*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Al-Dahabī, Shams al-Dīn Muhammad. 1999. *Siaru A'lāmū al-Nubalā.* Beirut: Muassasah al-Risālah.

Al-Danāpurī, Abū al-Barakat 'Abd al-Raūf. 1990. *Asahhu al-Siar*. Translate from Urdu into Bengali A.B.M. Saiful Islam, Dhaka: Kutub khana Rashidia.

al-Jawzīyyah, Ibn al-Qayyum. 1313 H. *I'lām al-Muaqqi'in*. Delhi: Ashraf al-Matābi'.

Al-Jazīrī, 'Abd al-Rahman Ibn Muhammad. 2005. *Al-Fiqh 'Ala al- Madāhib al- Arba'ah*. Egypt: Dār al-Ghad.

Al-Khatīb, Dr. Muhammad 'Ajjaj. 1988. *Al-Sunnah Qabla al-Tadwīn*. Cairo: Maktaba Wahaba.

Al-Nasāyī, Abū 'Abd al-Rahman Ahmad Inb Shu'aib Ibn 'Alī. 1420H. Bait al-Afkār al-Dawliyya.

Al-Shaibānī, Al-Wazīr Abū al-Mudaffar. 2002. *Ikhtilafu Aemmatul Ulama*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Tirmidī, Abū 'Isa Muhammad Ibn 'Isa. 1417H. *Al-Sunan*. Riyadh: Maktabat al-Ma'ārif.

Al-Zuhailī, Dr. Wahba. 1989. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dār al- Fikr.

Ansarī, Sa'īd Mawlana. 1953. *Siar al-Sahābiyyāt*. India: Matba'h Ma'ārif.

Ibn Hazm, 'Alī Ibn Ahamd. 1992. *Asmā al- Sahāba Al-Ruat*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Hishām, Abū Muhammad 'Abd al-Malik. N.D. *Al-Sirah Al-Nababiyyah*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Sa'ad, Muhammad. N.D. *Al-Tabaqāt al-Kubra*. Beirut: Dār Sādir.

Muslim, Abū al-Husain Muslim Ibn Hajjāj Al-Qushairī Al-Nishapūrī. 2006. *Al-Musnad al-Sahīh*. Riyadh: Dār Tayyiba.

Sābiq, al-Sayeed. 1977. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kitāb al- 'Arabī.